যুগান্তর

তারিখ 9 JUN 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শিক্ষা খাতের বরাদ্দ প্রস্তাব অসম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ

রাশেদা কে চৌধুরী

যুগান্তর রিপোর্ট

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী প্রস্তাবিত বাজেটের শিক্ষা খাতের বরাদ্দ প্রস্তাবকে অসম্পূর্ণ ও অসঙ্গতিপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, বিভিন্ন ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি আছে; কিন্তু তার প্রতিফলন নেই।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সার্বিকভাবে বাজেটকে সবদিক থেকে 'ব্যালেন্স' করার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা ভালো। কিন্তু অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা যায়নি। জাতিগতভাবে আমাদের যে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করার কথা, তা করা হয়নি। শিক্ষা ছাড়াও কৃষি, এনার্জি ইত্যাদি অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা। কিন্তু বাজেট দেখে মনে হচ্ছে না, অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা গেছে।

অংকের হিসাবে যা-ই থাকুক, মোট বাজেটের হিসাবে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমেছে। গত বছরের তুলনায় বাজেটের মোট আর্থিক পরিমাণ বেড়েছে। সেই সমানুপাতে আর্থিক পরিমাণ আর শত ভাগের বিচারেও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু গত বছর যেখানে বরাদ্দ ছিল ১২ ভাগের বেশি। এবার সেখানে বরাদ্দ ১১ দশমিক ৫ ভাগ। তাই অংকের দিক থেকে অর্থ বরাদ্দ বাড়লেও মোট বাজেটের হিসাবে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। কেননা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। কিন্তু বরাদ্দ বাড়েনি। এজন্য আমি হতাশ।

আবার বার্ষিক কর্মসূচির মধ্যে নতুনত্ব নেই। আগের ধারাবাহিকতাই দেখা যাচ্ছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বাজেট গতানুগতিকই মনে হয়। বাজেটের একটি ইতিবাচক দিক হল, শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের কথা। ২০১০ সালের শিক্ষানীতি হলেও ২০১১ সালে এ নিয়ে কিছু বলা হয়নি। সেখানে এসে এবার বলা হয়েছে। ভালো। কিন্তু ধাপে ধাপে কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সে বরাদ্দ দেখছি না। আবার প্রধানমন্ত্রী অতিসম্প্রতি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরি জাতীয়করণের কথা ঘোষণা দিয়েছেন। এজন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। কিন্তু এজন্যও বাজেটে বরাদ্দ নেই।

আমাদের দেশের প্রায় ২ হাজার গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। সরকার দেড় হাজার গ্রামে বিদ্যালয় করার কথা বলেছে। সেখানেও সব করা হচ্ছে না। মাত্র সাড়ে ৭শ' করা হয়েছে। প্রশ্ন হল, বাকিগুলোর কি হবে। আবার রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের শর্তে এ'ধরনের আর কোন বিদ্যালয় না করার কথা বলা হয়েছে। ব্যক্তি-উদ্যোগে হবে না, সরকারিভাবেও যদি না হয়, তাহলে সেসব গ্রামের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার কি হবে।

এভাবে সব দিক থেকে শিক্ষা খাতের অসম্পূর্ণ বাজেট এটা। অনেক ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেও মনে হয়। প্রতিশ্রুতি আছে, কিন্তু বাস্তবায়নের প্রতিফলন নেই।